প্রথম আলো

বিশ্ব

২০২৪ সালে ৯ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ মৃত্যুদণ্ড কার্যকর: অ্যামনেস্টি

এএফপি লন্ডন

প্রকাশ: ০৮ এপ্রিল ২০২৫, ২০: ২৮

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের পতাকা *ছবি: এএফপি*

বিশ্বজুড়ে প্রায় এক দশকের মধ্যে গত বছর জ্ঞাত তথ্য অনুযায়ী সবচেয়ে বেশি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়েছে। এর মধ্যে ইরান, ইরাক এবং সৌদি আরবে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের সংখ্যা ছিল সর্বোচ্চ। আজ মঙ্গলবার অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।

মানবাধিকার সংস্থাটি মৃত্যুদণ্ডবিষয়ক বার্ষিক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ২০২৪ সালে বিশ্বব্যাপী মোট ১ হাজার ৫১৮ মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে, যা ২০১৫ সালের পর থেকে সর্বোচ্চ এবং ২০২৩ সালের তুলনায় ৩২ শতাংশ বেশি।

অ্যামনেস্টি বলেছে, মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার দিক থেকে বিশ্বের শীর্ষ দেশ চীনে। দেশটির পাশাপাশি উত্তর কোরিয়া এবং ভিয়েতনামে কার্যকর হওয়া হাজার হাজার মৃত্যুদণ্ড এ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

অ্যামনেস্টির মহাসচিব অ্যাগনেস ক্যালামার্ড বলেছেন, ‘মৃত্যুদণ্ড একটি জঘন্য অপরাধ। আজকের বিশ্বে এটির কোনো স্থান নেই।’

বেসরকারি সংস্থাটি বলেছে, মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের সংখ্যা বাড়লেও কার্যকরকারী দেশের সংখ্যা টানা দ্বিতীয় বছরের মতো কমে রেকর্ড সর্বনিম্ন পর্যায় ১৫টিতে নেমেছে।

সংস্থাটির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্বজুড়ে কার্যকর হওয়া মৃত্যুদণ্ডের ৯১ শতাংশের হয়েছে ইরান, ইরাক ও সৌদি আরব। বিশ্বব্যাপী মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের সংখ্যা বৃদ্ধিতে প্রধান ভূমিকা রেখেছে এ তিন দেশ। অনেক দেশ হাজার হাজার মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের তথ্য গোপন করলেও আমাদের বিশ্বাস, মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা দেশের সংখ্যা অনেক কমেছে।

গত বছর কেবল ইরানেই ৬৪ শতাংশ মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। ওই বছর কমপক্ষে ৯৭২ জনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে দেশটি, যা আগের বছরের তুলনায় ১০০ জনের বেশি।

অ্যামনেস্টির তথ্যমতে, সৌদি আরব শিরশ্ছেদের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে। দেশটিতে বার্ষিক মোট মৃত্যুদণ্ড কার্যকর ১৭২ থেকে দ্বিগুণ হয়ে কমপক্ষে ৩৪৫টিতে পৌঁছেছে। অন্যদিকে ইরাকে মৃত্যুদণ্ড প্রায় চারগুণ বেড়েছে। সেখানে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়া মানুষের সংখ্যা ১৬ থেকে বেড়ে ৬৩-তে উন্নীত হয়েছে।

মানবাধিকার গোষ্ঠীটি বলেছে, কিছু দেশ বিক্ষোভকারী এবং জাতিগত গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডকে ‘অস্ত্র’ হিসেবে ব্যবহার করছে।

গোষ্ঠীটি আরও জানায়, গত বছর যুক্তরাষ্ট্রে ২৫ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

স্বত্ব © ১৯৯৮-২০২৫ প্রথম আলো |

সম্পাদক ও প্রকাশক: মতিউর রহমান